

কুবিতে ছাত্ররাজনীতি বহিরাগতনির্ভর

এস এম জুবায়ের, কুবি

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কে (কুবি) রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ক্যাম্পাস হিসেবে রক্ষায় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করে ভর্তি হন শিক্ষার্থীরা। কিন্তু এ

অঙ্গীকার কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। এখানে শিক্ষার্থীরা রাজনীতি করছে পুরোদমে, শিক্ষকরাও জড়িয়েছেন রাজনীতিতে। শুধু

তাই নয়, ক্যাম্পাসে আধিপত্য বজায় রাখতে ছাত্র রাজনীতিতে বহিরাগতদের প্রভাব ক্রমেই বাড়ছে।

অভিযোগ আছে, ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের রাজনীতির বিশাল অংশ জুড়ে আছে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের অবস্থান। তাদের কাছে একরকম জিম্মি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যরা। ছাত্রলীগের আধিপত্যের রাজনীতির শিকার হয়ে আগস্টের প্রথম প্রহরে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন কাজী নজরুল ইসলাম হল শাখা ছাত্রলীগের

সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ সাইফুল্লাহ।

২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের ব্যানারে ক্যাম্পাসে পালিত হয় দলীয় নানা কর্মসূচি। সংগঠনটির দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিতে দেখা

যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিবর্গকে।

বহিরাগত প্রতিরোধে হল ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ভূমিকা বরাবরই প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

বিগত চার বছরে চাঁদাবাজি, ছিনতাই, ছাত্রী উত্ত্যক্তকরণ ছাত্রদের মারধর করা, ডাকাতি, আবাসিক হলের কক্ষ ভাঙচুর, অস্ত্র দেখিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ অপরাধমূলক কয়েক শতাধিক অভিযোগ রয়েছে। এ অবস্থায় ক্যাম্পাসের নিরাপত্তার জন্য সেখানে একটি পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন জরুরি হয়ে পড়েছে বলে মনে করেন শিক্ষার্থীরা। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আলী আশরাফ বলেন, বহিরাগত প্রতিরোধে আমরা পূর্বে কাজ করেছি। এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

কাগজ-কলমেই রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাসের অঙ্গীকার

কুবিতে ছাত্ররাজনীতি বহিরাগতনির্ভর

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) এখনো করছি। শোকাবহ আগস্টের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে মোমবাতি প্রজ্জ্বালন কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে কাজী নজরুল ইসলাম হল শাখা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ সাইফুল্লাহ মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত ১০ বছরের ইতিহাসে এটাই প্রথম হত্যাকাণ্ড। ওই ঘটনায় পহেলা আগস্ট থেকে অনিদিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। এখনো বন্ধই আছে বিশ্ববিদ্যালয়।